46

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 OCT 1996
পৃষ্ঠা কলাম

ফলাফল অসন্তোষজনক

এক কথায় এই ফলাফল অসন্তোষজনক। হতাশাব্যঞ্জকও বটে। ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মোট ৩ লাখ ৫৩ হাজার ৯শ' ৫৯ জন পরীক্ষার্থী। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে মাত্র ৯৮ হাজার ৫শ' ৭৫ জন। পাসের হার গড়ে ২৭ শতাংশের কিছু বেশী। অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরীক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়েছে। সবচেয়ে কমসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করেছে যশোর বোর্ডে। এই বোর্ডের পাসের হার ১৯·৩৫ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশীসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করেছে চট্টগ্রাম বোর্ডে। এই বোর্ডের পাসের হার ৩৪·৪৯ শতাংশ। ঢাকা বোর্ডের পাসের হার ২৪·৩২ শতাংশ এবং কুমিল্লা বোর্ডের ৩০·৭৬ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের এই হার সর্বনিম্ন। পরীক্ষায় পাস-ফেল ছিল, আছে এবং থাকবে। এর ব্যতিক্রম আশা করা যায় না। কিন্তু যেহেতু পরীক্ষায় যারা অংশ নেয়, তাদের সকলেরই লক্ষ্য থাকে পাস করার, সুতরাং ফলাফলে পাসের হার বেশী হবে, এটাই স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায়। অথচ এই পরীক্ষায় এবং ইতিপূর্বেকার কোনো কোনো এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষায় অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই ফেল করেছে। এসব ফলাফল দেখে মনে হয়, পরীক্ষার্থীরা যেন ফেল করার জন্যই পরীক্ষা দেয়। সাধারণতঃ পরীক্ষার ফলাফল দেয়ার সময় পাসের হার উল্লেখ ও প্রচার করা হয়। গত এসএসসি এবং এই এইচএসসি পরীক্ষায় ফলাফলের যে হার লক্ষ্য করা গেছে তাতে মনে হয়, ভবিষ্যতে পাসের হার নয়, ফেলের হার উল্লেখ করেই ফলাফল প্রচার করতে হবে। ফেলের সঙ্গে ব্যর্থতা ও গ্লানি একাত্ম হয়ে থাকে। এই ব্যর্থতা ও গ্লানি কেবল পরীক্ষার্থীদের নয়, যুক্তিসঙ্গত কারণে শিক্ষক এবং অভিভাবকমণ্ডলীও এর অংশীদার। একজন ছাত্র বা ছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রমে অভিভাবকের অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রেরও অর্থ ব্যয় হয়। ঐ ছাত্র বা ছাত্রী যখন ফেল করে তখন এই অর্থ ব্যয় অপচয় হিসাবে পরিগণিত হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিভাবক এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামর্থ্য এত বেশী নয় যে, এই অপচয় বহন করার ক্ষমতা রাখে। এই সঙ্গে সময়ের অপচয়ের কথা তো আছেই। সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর ব্যর্থতা বড় রকমের ব্যর্থতা হিসাবে গণ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অনভিপ্রেত এবং কার্যতঃ বিপর্যকর ফল কেন হলো বা বছরের পর বছর ধরে হচ্ছে? স্কুল-কলেজগুলোতে কি ঠিকমত লেখাপড়া হচ্ছে না? অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী কি লেখাপড়ায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে? শিক্ষকমণ্ডলী কি আর আগের মত লেখাপড়া করাতে মনোযোগী ও দায়িত্বশীল নন? সাধারণভাবে সকলেই বোঝে, স্কুল-কলেজগুলোতে যদি যথাযথভাবে লেখাপড়া হয়, ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই উৎসাহ ও মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করে এবং শিক্ষকমণ্ডলী তাদের নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করে তবে পরীক্ষায় এই ধরনের দুঃখজনক ফলাফল হতে পারে না। পাঠ গ্রহণ, পাঠ দান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে এই অভিযোগগুলোর অবশ্যই খতিয়ে দেখার অবকাশ রাখে। অনেকের মতে, সকল বোর্ডের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্র, পরীক্ষার্থীদের গাইড বইয়ের ওপর অধিকতর নির্ভরশীলতা, গ্রেস মার্ক উঠিয়ে দেয়া ইত্যাদি কারণে এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে এই বিপর্যয় ঘটেছে। কম্পিউটার এই বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রেখেছে, এখনও জানা যায়নি। বিগত কয়েকটি এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কম্পিউটার যে তেলেসমাতি দেখিয়েছে, তাতে অনেকের ধারণা, এ পরীক্ষাতেও কম্পিউটারের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভ্রান্তি ঘটে থাকতে পারে। বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং গোটা জাতির জন্য পরীক্ষার এহেন ফলাফল দুর্ভাগ্যজনক। একের পর এক সংঘটিত পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে। কাজেই, এর কারণগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং ঐসব কারণ দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিশেষে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় যারা পাস করেছে আমরা তাদের সবাইকে জানাই অভিনন্দন। যারা ফেল করেছে তাদের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। আমরা আশা করি, তারাও আগামীতে কৃতকার্য হবে।